75 Rs.

INDIA

পচাত্তর টাকা

SEVENTY FIVE RUPEES

Admissible under rule 21 and
also under section 12, 18 and
2000f the Bengal Tenancy Act
VIII of 1885 under amendment
Act 1928 as amended by Act
VI of 1938

Duly stamped under the Indian
Stamp Act 1899 Schedule 1A No 23
Process fee 2
Court Fee Stamps

Fee paid

বিক্রয় কোবালা

দলিল গ্রহীতা

শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত পিতা ৺ মহেশ চন্দ্র দত্ত জাতি কায়স্থ পেশা পেনসন ভোগী সাকিন কার্ত্তিকপুর ডিস্পেনসারি থানা নড়িয়া জেলা ফরিদপুর, পূর্ব্ব পাকিস্থান হাল সাকিন ৫ নং গোবিন্দ রায় লেন কালীঘাট থানা ভবানিপুর কলিকাতা

দলিল দাতা

শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পিতা ৺অমর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জাতি হিন্দু ব্রাহ্মণ পেশা পেনসান ভোগী সাকিন আড়িয়ল থানা টঙ্গিবাড়ী জিলা ঢাকা পূর্ব্ব পাকিস্থান হাল সাকিন ৩এ নং জয়নদী মিস্ত্রী লেন চেতলা থানা আলিপুর কলিকাতা

কস্য নিম্ন "খ" তপশীলে বর্নিত, মৌরসী খেরাজী ভূমির নিঃস্বত্ব সাফ বিক্রয় কোবালা পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে অন্যান্য ভূমি সহ নিম্ন "খ" তপশীলের ভূমিতে বয়নামা সূত্রে নিলাম খরিদক্রমে কাশী দত্ত মালীক দখলকার থাকা অবস্থায় বঙ্গাব্দ ১২৪৭ সালের ১০ই পৌষ (ইংরাজী সন ১৮৪০ সালের ডিসেম্বর) তারিখের সাফ কোবালা সূত্রে ঢাকুরিয়া নিবাসী শ্রীমতী কাদাম্বিনী দাসীর নিকট দান বিক্রয়ের সম্পূর্ন স্বত্ব উচ্ছেদে বিক্রয় করেন।

30 Rs.

INDIA

THIRTY RUPEES

(২)

উক্ত কাদম্বিনী দাসী উক্ত সম্পত্তি ক্রয়ের পরে বিভিন্ন সময়ে -- বিভিন্ন লোকের নিকট উক্ত সম্পত্তি মর্গেজ দিয়া রেজেষ্টারীকৃত -- খতে টাকা ধার করা অবস্থায় মৃত হইলে অন্যান্য সম্পত্তিসহ নিম্ন "খ" তপশীলের ভূমি তৎপুত্র অনুকূল চন্দ্র দাসে ওয়ারিশ সূত্রে পর্য্যাপ্ত হয়। উক্ত অনুকূল চন্দ্র দাসও এই সমস্ত -- সম্পত্তি মর্গেজ দিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময় বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে রেজেষ্টারীকৃত খতমূলে টাকা ধার করিতে থাকেন এবং ঢাকুরিয়া পঞ্চাননতলা নিবাসী শ্রী প্রিয়নাথ ঘোষের -- নিকট হইতে বঙ্গাব্দ সন ১৩২০ সালের ৬ই মাঘ (ইংরাজী সন ১৯১৪ সালের ১৯শে জানুয়ারী) তারিখের রেজেষ্টারীকৃত খত দ্বারা (যাহা আলিপুর সবরেজেষ্টারী আপিসের ১নং বহির ১৩নং ভলুম ৬ হইতে ১১ পৃষ্ঠায় সন ১৯১৪ সালের ১৩৫নং দলিল হইতেছে) মং ৫০০০ টাকা ধার নিয়া অন্যান্য সম্পত্তিসহ নিম্ন "খ" তপশীলের সম্পত্তি আবদ্ধ রাখা অবস্থায় শ্রীকালিদাস দাস, শ্রীবিভূতি ভূষন দাস ও শ্রীপান্নালাল দাস এই তিন নাবালক পুত্র ও শ্রীমতী ননীবালা দাসী নাম্নী এক অবিবাহিতা নাবালিকা কন্যা ও শ্রীমতী গৌরী বালা দাসী নাম্নী এক স্ত্রী রাখিয়া মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী উক্ত গৌরী বালা ইংরাজী সন ১৮৯০ সালের ৮ আইনের বিধানমতে উক্ত তিন নাবালক পুত্রদের শরীর ও সম্পত্তি

রক্ষণাবেক্ষণের

রক্ষনাবেক্ষনের জন্য ইংরাজী সন ১৯১৮ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখের হুকুম মতে অভিভাবিকা নিযুক্তা হইয়া জিলা ২৪ পরগণা আলিপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ আদালতের ইংরাজী সন ১৯১৮ সালের ১৫৯ নং ৮ আইন মোকর্দ্দমায় ইংরাজী সন ১৯১৯ সালের ২রা আগষ্ট তারিখের হুকুম দ্বারায় পূর্ব্বোক্ত মর্গেজী ও অন্যান্য দেনা সমূহ পরিশোধার্থে উক্ত জজসাহেব বাহাদুর নিম্ন "ক" তপশীলের ভূমি বিক্রয়ের অনুমতি দেন। উক্ত অনুমতিবলে উক্ত সম্পত্তি যাহা নিম্নে "ক" তপশীলে বর্ণিত হইল আমি দলিলদাতা, শ্রীকামিনী কুমার রায় ও অপরাপর পাঁচজন সরিক সহ একযোগে এজমালিতে বঙ্গাব্দ সন ১০২৬ সালের ২৫শে মাঘ (ইংরাজী সন ১৯২০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী) তারিখের রেজেষ্টারীকৃত কোবালামূলে মং ১১,৪৭০ টাকা মূল্যে (যাহা আলিপুর সব রেজেষ্টারী আফিসের ১নং বহিতে ২৯ নং ভলুমে ২০-২৪ পৃষ্ঠায় সন ১৯২০ সালের ৭২৭ নং দলিল হইতেছে) পূর্ব্বোক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত গার্জ্জেন গৌরীবালা দাসী হইতে খরিদ করিবার পর উক্ত কামিনী কুমার রায় তাঁহার প্রাপ্ত অবিভক্ত ⅙ অংশ জমি বঙ্গাব্দ সন ১৩৩৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখের (ইংরাজী সন ১৯২৬ সালের ৩০শে জুলাই) রেজেষ্টারীকৃত খত দ্বারা (যাহা আলিপুর সবরেজেষ্টারী আফিসের ১নং বহিতে ৭২নং ভলুমে ১৪২ হইতে ১৪৬ পৃষ্ঠায় সন ১৯২৬ সালের ৩৭২৬ নং দলীল হইতেছে) মর্গেজ দিয়া দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট হইতে মং ৪০০০ (চারি হাজার টাকা) ধার করিয়া মৃত হইলে উক্ত ব্যাঙ্ক জিলা ২৪ পরগণা আলিপুরের প্রথম সবজজ আদালতের ইংরাজী সন ১৯৩১ সালের ৩৪নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় উক্ত ৺ কামিনী কুমার রায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী সরযূ বালা রায়ের নামে ইংরাজী সন ১৯৩২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী এক মর্গেজ ফাইনেল ডিক্রি

ডিক্রী হাসিল করে এবং উক্ত আদালতের ইংরাজী সন ১৯৩৪ সালের ১৭০ নং ডিক্রিজারী মোকর্দ্দমায় ডিক্রিজারীক্রমে প্রকাশ্য নিলামে উক্তব্যাঙ্ক ইংরাজী সন ১৯৩৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে নিলাম খরিদ করিলে ইংরাজী সন ১৯৩৫ সালের ৩রা এপ্রিল তারিখে উক্ত নিলাম আদালত কর্ত্তৃক বাহাল হয় এবং তৎপর ইংরাজী সন ১৯৩১ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে আদালত যোগে রীতিমত সরজমিনে দখল নিয়া উক্ত ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তিতে এজমালিতে অন্যান্য সারিকগণসহ মোট সম্পত্তির অবিভক্ত ১/২ অংশে মালিক দখলকার হন এবং জিলা ২৪ পরগণা আলিপুরের দ্বিতীয় সবজজ আদালতে উক্ত ব্যাঙ্ক ইংরাজী সন ১৯৩৮ সালের ৯৫ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমায় উক্ত ব্যাঙ্কের উক্ত সম্পত্তিতে ১/২ অংশে মালিকত্ব প্রচার ও তাহা কৃষ্টচহ্নরূপে বাটোয়ারা করিবার জন্য প্রার্থনা করিলে ইংরাজী সন ১৯৪০ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে এক প্রাথমিক ডিক্রী পাশ হইলে পর উক্ত আদালতের জনৈক উকিল শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কমিশনার নিযুক্ত হইয়া তিনি ইংরাজী সন ১৯৪৩ সালের ২রা নভেম্বর তারিখে বাটোয়ারার শেষ রিপোর্ট দাখিল করিলে পর আমি দলিলদাতা আমার স্বোপার্জ্জিত অর্থে ও নিজ স্বার্থে উক্ত ব্যাঙ্কের স্বত্ত্ব ও স্বার্থ শ্রীসারদা রঞ্জন দাসের বেনামিতে বঙ্গাব্দ সন ১৩৫১ সালের ১২ই শ্রাবণ তারিখের (ইংরাজী সন ১৯৪৪ সালের ২৮শে জুলাই) রেজেষ্টারী কৃত কোবালা মূলে (যাহা আলিপুর সদর সবরেজেষ্টারী আফিসের ১নং বহিতে ৫৭নং ভলুমে ২১৭ হইতে ২২৩ নং পৃষ্ঠায় সন ১৯৪৪ সালের ২৭৫৭নং দলিল হইয়াছে) সাফ খরিদ করিয়া এবং তৎপর বঙ্গাব্দ সন ১৩৫২ সালের ২৩শে ভাদ্র (ইংরাজী সন ১৯৪৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর) তারিখের

রেজেষ্টারী কৃত

রেজেষ্টারিকৃত নাদাবীপত্র (Deed of Release) (যাহা আলিপুর সদর সবরেজেষ্টারী আপিসের ১নং বহিতে ৬৪নং ভলুমে ৯১ হইতে ৯৯ নং পৃষ্ঠায় সন ১৯৪৫ সালের ২৯২০ নং দলিল হইতেছে) উক্ত সারদা রঞ্জন দাস হইতে গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তিতে মালিক দখলকার বর্তমান আছি। উক্ত বাটোয়ারা মোকর্দমা ইংরাজী সন ১৯৫০ সালের ৯ই জানুয়ারী তারিখে শেষ (final) ডিক্রী হইয়া ভিন্ন পক্ষদের কৃতানাদিষ্ট ছাম হইয়াছে এবং সে মতে আমি দলিলদাতা আমার বিনামদার সারদা রঞ্জন দাস নামীয় নিম্ন "খ" তপশীলে বিশেষরূপে বর্ণিত সম্পত্তি ও অনন্যান্য ছামে অন্যের নিরাংশে ও বিরুদ্ধ স্বত্বে ও নিজস্বত্ব প্রচার দ্বারা একমাত্র মালিক দখলকার বর্তমান আছি এবং আলিপুর ২য় সবজজ আদালতের ১৯৫০ সালের ৩০ নং ডিক্রিজারি মোকদ্দমায় আদালত যোগে ১৯৫০ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে খাস দখল গ্রহণ করিয়াছি এবং এই বিক্রয় কোবালা উক্ত "খ" তপশীলের ভূমি সম্বন্ধেই হইতেছে। সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ এবং নিজ অন্যান্য প্রয়োজন বশতঃ আমার নগদ টাকার বিশেষ আবশ্যক হওয়ায় আমি দলিলদাতা নিম্ন "খ" তপশীলে লিখিত ও বিশেষ ভাবে বর্ণিত ।• ॥২/৩০ পাঁচ কাঠা এগার ছটাক ত্রিশ স্কোয়ার ফিট ভূমি সম্পূর্ণ নির্দায় ও নির্দোষ অবস্থায় বিক্রয়ের ঘোষণা করিলে আপনি উক্ত ভূমির সর্বোচ্চ বাজার মূল্য বেলমোক্তা ৭০০০৲ সাত হাজার টাকা পণে খরিদ করিবার প্রস্তাব করায় আমি আপনার উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছি। তদনুসারে পণের উক্ত ৭০০০৲ সাত হাজার টাকার অন্দরে বর্তমান সন ১৯৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে বায়না বাবদ -- আপনার নিকট হইতে ৫০১৲ পাঁচশত এক টাকা গ্রহণ করিয়া আপনার বরাবর এক কেতা বায়না পত্র সম্পাদন করিয়া দিয়াছি এবং তৎপর আমার অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ায় উক্ত বায়না পত্রের পৃষ্ঠায় ওয়াশিল দিয়া পুনঃ ইংরাজী ১৯৫০ সালের

সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে ৫০০ পাঁচশত টাকা গ্রহণ
করিয়াছি। এক্ষণে আপনার নিকট হইতে বায়না বাবদ নেওয়া
পূর্ব্বোক্ত ৫০১ টাকা ও ৫০০ টাকা একুনে ১০০১ টাকা বাদে
৫৯৯৯ পাঁচ হাজার নয়শত নিরানব্বই টাকা অদ্য তারিখে
আপনার নিকট হইতে নিম্ন জায়মত গ্রহণ করিয়া পণের
সমুদয় ৭০০০ সাত হাজার টাকা প্রাপ্তি স্বীকারে উক্ত ও
নিম্নের "খ" তফসীলে বিশেষরূপে বর্ণিত ও চৌহদ্দী স্থিত
এক বন্দে কমবেশ ।০ ॥২/৩০ পাঁচ কাঠা এগার ছটাক ত্রিশ স্কোয়ার
ফিট মৌরসী খেরাজী ভূমি যায় যাবতীয় ইজমেণ্ট স্বত্ব ও
আওলাতাদি দরবস্ত হক হকুক সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও নিদায়
অবস্থায় আপনাকে এই সাফ কোবালা দ্বারা বিক্রয় করতঃ
উক্ত ভূমি হইতে এককালীন ও চিরতরে নিঃস্বত্ব ও দখল-
ত্যাগী হইলাম এবং বিক্রীত সম্পত্তিতে আপনাকে আসদখল
দিলাম এবং আপনার বরাবর এই বিক্রয় কোবালা লিখিত
পঠিত ও সহিসম্পাদন করিয়া দিয়া স্বীকার অঙ্গীকার
ও প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বিক্রীত ভূমিতে আমার যে
কিছু স্বত্ব স্বামিত্ব দখল বা অধিকার ছিল ও আছে
তাহা অদ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ও বিলুপ্ত হইয়া
সর্ব্বতোভাবে ও চিরতরে আপনাতে বর্ত্তিল। আপনি
অদ্য হইতে উক্ত সম্পত্তিতে আমার যাবতীয় স্বত্বে স্বত্ববান
মালিক ভোগবান ও দখলদার এবং দান বিক্রয় ও যাবতীয়
হস্তান্তরের স্বত্বাধিকারী হইয়া জমিদারের সেরেস্তায়
হারাহারি রকমে খাজনা আদায় করতঃ এবং আপনার
নাম খারিজ দাখিল করতঃ পুত্র পৌত্রাদি ওয়ারিশান
ও স্থলাভিষিক্তগণক্রমে পরমসুখে যদৃচ্ছা ক্রমে কাটিয়া
ভরিয়া

ভরিয়া রেক্ত পোক্ত করিয়া কাঁচা বাড়ী বা পাকা ইমারতাদি নির্মান করিয়া কূপ পগাড় আদি খনন করিয়া ভোগদখল করিতে রহেন ও রহিবেন তাহাতে কস্মিন কালে আমি বা আমার ওয়ারিশান বা স্থলাভিষিক্তগণ কেহ কখনও কোন রূপ ওজরে আপত্তি বা দাবী দাওয়া করিতে পারিব না ও পারিবে না, করিলেও তাহা সর্ব্বতোভাবে বাতিল ও না মঞ্জুর হইবে ও সর্বস্থানে ও সর্ব্ব আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। প্রকাশ থাকে যে আমি দলিলদাতা ইতিপূর্বে উক্ত সম্পত্তি কাহাকেও দান বিক্রয়াদি দ্বারা কোনরূপ হস্তান্তর বা মর্টেজাদি দ্বারা দায়াবদ্ধ করি নাই বা উহা কোন আদালত কর্ত্তৃক ক্রোকাবদ্ধ বা কাহারও জামিনীতে বা খোরপোষের দায়ে দায়যুক্ত অবস্থায় নাই। উহার সম্বন্ধে কোন আদালতে suit বা proceeding দায়ের নাই বা উহা ক্রোকাবস্থায় নাই এবং উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য কাহারও সহিত চুক্তিবদ্ধ হই নাই বা উহা কোন দেবসেবায় বা ট্রাষ্ট ফণ্ডে অর্পিত হয় নাই বা উহাতে অপর কোন শরিক নাই বা অংশীদার নাই আমিই উহার একমাত্র মালিক বা স্বত্ত্বাধিকারী হইতেছি। উহা সম্পূর্ন নির্দোষ ও নির্দায় অবস্থায় ও আমার খাসদখলে আছে এবং উহা বিক্রয় করিবার সম্পূর্ন ক্ষমতা ও অধিকার আমার আছে এবং তদবস্থায় উক্ত সম্পত্তি আপনাকে বিক্রয় করিলাম। যদ্যপি ভবিষ্যতে উক্ত বিক্রীত সম্পত্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার হস্তান্তর বা দায় সংযোগাদি প্রকাশ পাইয়া বা আমার স্বত্ত্ব দখলের কোন দোষ বা উপরোক্ত উক্তিসমূহের বা তাহার কোন অংশের মিথ্যা বা অশুদ্ধতা প্রকাশ পায় এবং তাহাতে আপনার খরিদা

স্বত্ত্ব

স্বত্ব দখলের কোনরূপ হানি বা বিঘ্ন জন্মে তবে আমি আইন অনুসারে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে আপনার সম্পূর্ণ খেসারত ও ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে এবং পণের টাকা সমস্ত refund করিয়া দিতে স্বীকৃত ও বাধ্য থাকিলাম। অত্র দলিল লিখিত সম্পত্তিতে আপনার স্বত্ব ও দখল অক্ষুন্ন ও কায়েম রাখিবার জন্য বা কোন সংশোধনের জন্য ভবিষ্যতে কোন দলিলাদি সহি সম্পাদন ও রেজেষ্টারী করিয়া দিবার আবশ্যক হইলে আমি মায় ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে আপনি দলিল গ্রহিতার খরচায় তাহা সহি সম্পাদন ও রেজেষ্টারী করিয়া দিতে বাধ্য থাকিব। এতদ্ব্যতীত বিক্রীত সম্পত্তির মুল দলিলাদি আমার অপরাপর সম্পত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকায় ঐ সমস্ত দলিল আপনাকে এই দলিলের সহিত দিতে পারিলাম না। নিম্নের জায় মত এই সমস্ত দলিল আমার নিকট রহিল। তবে ভবিষ্যতে আপনার আবশ্যকমতে আপনি দলিল গ্রহীতার খরচায় উহা আপনাকে দর্শাইতে বা কোন আদালতে বা অপর কোন আপিসে দাখিল করিতে ওয়ারিশান ও স্থলাভিষিক্তগণ ক্রমে বাধ্য রহিলাম। ইতি সন ১৯৫০ সাল, ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গাব্দ ১৩৫৭ সাল, ২৬শে অগ্রহায়ণ।

এতদর্থে সুস্থ শরীরে সরলান্তঃকরণে স্ব ইচ্ছায় স্বজ্ঞানে অন্যের বিনানুরোধে নিম্নের জায় মত পণের সমুদয় টাকা বুঝিয়া পাইয়া এবং এই দলিলের মর্ম্ম সম্যকরূপে অবগত হইয়া এই নিঃস্বত্ত্ব সাফ বিক্রয় কোবালা আপনার বরাবর সহি সম্পাদন করিয়া দিলাম এবং বিক্রীত সম্পত্তি আপনার খাস দখলে অর্পন করিলাম। ইতি সন ১৯৫০ সাল, ১২ই ডিসেম্বর, বঙ্গাব্দ ১৩৫৭ সাল, ২৬শে অগ্রহায়ণ।

তপশীল

তপশীল "ক"

জিলা ২৪ পরগনা পুলিস ষ্টেশন টালিগঞ্জ ও সবরেজেষ্টারী আলিপুরের এলাকাধীন জিলা ২৪ পরগণার -- কালেক্টরীর তৌজিভুক্ত ২৩০।২৩৩নং তালুক অন্তর্গত জে, এল মৌজা ৭৮ নং ঢাকুরিয়াস্থিত :—

	ভূমির পরিমান	বার্ষিক খাজানা
(ক) লাখেরাজ	১৷৷৹ দেড় বিঘা	নিষ্কর
(খ) মৌরসী খেরাজী সার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর নাইট মহাশয়ের অধীনে	২৸৹ দুই বিঘা পনর কাঠা	৪৷৷১০ চারি টাকা সাড়ে আট আনা মাত্র
(গ) লাখেরাজদার কৃষ্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অধীনে পাট্টামূলে মৌরসী খেরাজী জমি ৯৸৩ নয় বিঘা আঠার কাঠা মধ্যে পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিক্রীত - জমি বাদে	৫/ বিঘা মাত্র	১২৷৷৵৷ = বার টাকা দশ আনা এককড়া দুই ক্রান্তি মাত্র, বঙ্গাব্দ সন ১৩৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ তারিখের কোবালামূলে ইহা এখন নিষ্কর হইয়াছে।

চৌহদ্দী

উত্তর সীমানা - টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটির (তনুপুকুর) রাস্তা, হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিনী চরণ চট্টোপাধ্যায় ও গিরিবালা দেবীর, বাটী ও মানদা কুমারী মিত্র প্রভৃতি

শ্রী ...

ও কুসুম কুমারী দাসীর বাটীর দক্ষিণ দিকস্থ চলেত রাস্তা

পূর্ব্ব সীমানা – হৃষিকেশ বন্দোপাধ্যায়ের বাটী, মানদা কুমারী মিত্র প্রভৃতি ও কুসুম কুমারী দাসীর -- বাড়ীর পশ্চিম দিকস্থ চলেত রাস্তা, লালগোপাল বন্দোপাধ্যায়ের জমির পশ্চিমদিকস্থ চলেত রাস্তা ও রহমান মিস্ত্রীর বাটীর উত্তর দিকস্থ পুকুর

দক্ষিণ সীমানা – রহমান মিস্ত্রীর বাটীর উত্তর দিকস্থ পুকুর ও নন্দমনি দাসীর ও রমানাথ সিংহের বাগান।

পশ্চিম সীমানা — রমানাথ সিংহের বাগান ও হিরালাল বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির লালধরের বাগান

তপশীল "খ"

অত্র কোবালা দ্বারা বিক্রীত ভূমি।

উপরোক্ত "ক" তপশীলের অন্তর্গত (খ) অংশে বর্ণিত স্বত্ব ও ভূমি মধ্যে বর্ত্তমান সেটলমেন্টের ৩৯৪নং খতিয়ান ভুক্ত ১১১৩ দাগের ভূমির দক্ষিন পশ্চিম কোনস্থ অংশ যাহা দলিলের বয়ানে উল্লিখিত জেলা-২৪ পরগণা আলিপুরের দ্বিতীয় সবজজ আদালতের ১৯৩৮ সনের ৯৫ নং দেওয়ানি (পার্টিশান) মোকদ্দমার (যাহার নিষ্পত্তির তারিখ ৯।১।৫০) ডিক্রীভুক্ত বাটোয়ারা নকসার VIII দাগ এবং টালিগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটির ঢাকুরিয়া মৌজায় রামকৃষ্ণ লেনস্থ বর্ত্তমানে ২নং হোল্ডিং হইতেছে। জমির পরিমান কমবেশ ।॰।।৫/৩০ স্কোয়ার ফুট যাহার সেটলমেন্টের পরিমাপ মতে ·১০ শতাংশ জমি যাহার বার্ষিক খাজানা ।৫/১৩।– এক্ষণে কলিকাতা পাথুরিয়া ঘাটা ২৬ নং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর স্ট্রীট নিবাসী মহারাজা প্রবীরেন্দ্র মোহন ঠাকুর মহোদয়ের সরকারে আদায় দিতে হয়। উক্ত জমী অত্র সহ গ্রথিত নকসায় প্রদর্শিত হইল।

ইহার চৌহদ্দী :-
উত্তর সীমানা — ললিত মোহন মুখোপাধ্যায়ের বাটী
দক্ষিণ সীমানা — যোগেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরীর বাটী
পূর্ব্ব সীমানা — হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী
পশ্চিম সীমানা — রাম কৃষ্ণ সেন রাস্তা

দলিলের তায়

১। -- বঙ্গাব্দ সন ১২৪৭ সালের ১১ই পৌষ তারিখের শ্রীমতী কাদম্বিনী দাসীর অনুকূলে সম্পাদিত কাশীনাথ দত্তের লিখিয়া দেওয়া -- বাঙ্গালা কোবালা এক কেতা।

২। -- বঙ্গাব্দ সন ১৩২৩ সালের ২৫শে মাঘ তারিখের যোগেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী দিগরের অনুকূলে সম্পাদিত শ্রীমতী গৌরীবালা দাসীর লিখিয়া দেওয়া বাঙ্গালা কোবালা এক কেতা।

৩। -- বঙ্গাব্দ সন ১৩৩৩ সালের ১৩ই শ্রাবণ তারিখের দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পাদিত কামিনী কুমার রায় ও জ্ঞান চন্দ্র রায়ের লিখিয়া দেওয়া বাঙ্গালা রেহানী তমসুকের জাবেদা নকল এক কেতা।

৪। -- ইংরাজী সন ১৯৩৫ সালের ১৭ই জানুয়ারী ৩রা এপ্রিল তারিখের আলিপুরের প্রথম সবজজ আদালতের সন ১৯৩৪ সালের ১৭০নং ডিক্রিজারি মোকর্দ্দমায় দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পাদিত উক্ত আদালতের বয়নামা এক কেতা।

৫। -- ইংরাজী সন ১৯৪৩ সালের ২রা নভেম্বর তারিখের কমিশনার উকিল শ্রীযুক্ত জগদীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটোয়ারার শেষ রিপোর্টের জাবেদা নকল এক কেতা।

৬। -- ইংরাজী সন ১৯৪৪ সালের ২৮শে জুলাই তারিখের শ্রীসারদা রঞ্জন দাসের অনুকূলে সম্পাদিত দি কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের লিখিয়া দেওয়া বাঙ্গালা বিক্রয় কোবালা এক কেতা।

৭।

শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

৭। -- ইংরাজী সন ১৯৪৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখের শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুকূলে সম্পাদিত শ্রীসারদা রঞ্জন দাসের লিখিয়া দেওয়া না দাবী পত্র এক কেতা।
৮। -- আলিপুর ২য় সবজজ আদালতের সন ১৯৩৮ সালের ৯৩নং দেওয়ানী মোকদ্দমার ফাইনালের শেষ রিপোর্টের সাহিত সংলগ্ন নকসার ferro copy এক কেতা।

টাকার জমা

বর্ত্তমান সন ১৯৫০ সালের ১৫ই আগষ্ট তারিখে বায়নাবাবদ নগদ ১০১ টাকা ও হুগলী ব্যাঙ্কের লেকমার্কেট শাখার ২৯৩২৭ নং ১৫ই আগষ্ট তারিখের চেক দ্বারা ৪০০ টাকা মোট - ৫০১
বর্ত্তমান ১৯৫০ সালের ৩রা অক্টোবর তারিখে হুগলী ব্যাঙ্কের লেকমার্কেট শাখার ২৯৩৩০ নং ২রা অক্টোবর তারিখের চেক দ্বারা ৫০০
অদ্য তারিখে সন ১৯৫০ সালের ১২ ডিসেম্বর তারিখের হুগলী ব্যাঙ্কের লেকমার্কেট শাখার ০৪০৬০২ নং চেক দ্বারা - ৫৯৯৯

মোট ৭০০০
মঃ সাত হাজার টাকা মাত্র

কৈঃ এই দলিলের ১ম পৃষ্ঠায় "দলীল গ্রহীতা" অংশে ৫ম লাইনে ফরিদপুর শব্দের পর "পূর্ব্ব পাকিস্তান" শব্দ মধ্যে তোলাপাটে লেখা হইল। ১ম পৃষ্ঠার প্রথম লাইনে বর্ণিত শব্দের পর "মৌরসী" শব্দ তোলাপাটে লেখা হইল। ৮ম পৃষ্ঠায় ৯ম লাইনে "আপনি" শব্দ দোবরা লেখা হইল। শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইসাদি ——
শ্রীক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র বসু
১৯।১ ঈশ্বরগাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কালিঘাট, কলিকাতা।

শ্রীনীরেন্দ্র চন্দ্র বসু
১৯।১, ঈশ্বর গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কালিঘাট, কলিকাতা-২৬

ইসাদি ও লেখক
শ্রীগঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়
২৭।১ কালীঘাট হালদার লেন
কালীঘাট

IN THE 2ND COURT OF THE SUBORDINATE JUDGE AT ALIPORE. Dist- 24-PARGANAS.

T.S. No. 95 of 1938.

THE COMILLA UNION BANK LTD. :- Plff.

JOGENDRA NATH ROYCHOWDHURI & ORS. :- DEFDTS.

Scale 10'ft = 1" Inch.